48

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 14 JAN 1996 ...
পৃষ্ঠা ... 72 কলাম ... ৬ ...

'মেডিক্যাল কলেজের একটি পদ' সম্পর্কে শিক্ষক সমিতির বক্তব্য

'মেডিক্যাল কলেজের একটি পদ' শীর্ষক ৯ জানুয়ারি জনকণ্ঠে প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ শিক্ষক সমিতিও প্রতিবাদ করেছে। সমিতির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ১৩ জানুয়ারি সমিতির বিদায়ী এবং নবনির্বাচিত কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের যৌথসভায় এ প্রতিবাদ করা হয়।

উপস্থিত সদস্যদের বরাতে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়— "প্রকাশিত বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে সরকারের সংশ্লিষ্ট সর্বোচ্চ সংস্থা, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত ও ঐতিহ্যবাহী সরকারী কর্মকমিশন থেকে কোন তদন্ত ছাড়াই প্রকাশিত হয়েছে।" প্রকাশিত সংবাদে চিকিৎসক সমাজের ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে তাঁরা দাবি করেছেন। দৈনিক জনকণ্ঠে গত ৯ জানুয়ারি প্রকাশিত "মেডিক্যাল কলেজের একটি পদ পিএসসি'র বিরল নজির। চিকিৎসক মহলে ক্ষোভ" শীর্ষক সংবাদের প্রতিবাদ করেছেন অধ্যাপক এমএ হাদী।

নিজেকে সার্জারির অধ্যাপক নয় "মূলত ইউরোলজির অধ্যাপক" হিসাবে দাবি করে প্রতিবাদলিপিতে তিনি প্রকাশিত সংবাদকে সম্পূর্ণ অসত্য ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমি ১৯৮৫ সালে ইডেনবার্গ ইউনিভার্সিটির অধীন ওয়েস্টার্ন জেনারেল হসপিটালের ইউরোলজি বিভাগে সরকারীভাবে ইউরোলজিতে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। পরে সরকারী আদেশ বলে ৩০ মার্চ '৮৭ থেকে ২৮ জুন '৯০ পর্যন্ত আমি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ইউরোলজি অধ্যাপকের শূন্যপদে চলতি দায়িত্ব হিসাবে কর্মরত ছিলাম। পুনরায় আমি সরকারী আদেশ বলে (৭ মার্চ ৯১) ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ইউরোলজি অধ্যাপক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছি। বর্তমানে ইউরোলজি বিভাগে অধ্যাপক পদে কর্মরত কেই পূর্বে সহকারী সহযোগী অধ্যাপক ইউরোলজি হিসাবে পূর্ণ সময়কাল কাজ করেননি।" প্রতিবাদলিপিতে তিনি আরও বলেন, "এই ব্যাপারে আমার যথোপযুক্ত অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য যোগ্যতার ভিত্তিতে আমাকে নিয়মিত করা হয়েছে এবং আমার নিয়োগ সম্পূর্ণ বিধি মোতাবেক বৈধ।"

প্রতিবেদকের বক্তব্য

অধ্যাপক হাদী তার প্রতিবাদে বিদেশে তিনি ইউরোলজীতে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সহকারী বা সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে আদৌ কোথাও কাজ করেছেন কিনা তা উল্লেখ করেননি। অথচ নিয়ম হচ্ছে অধ্যাপক পদে নিয়োগের জন্য পিএসসি কাউকে সুপারিশ করতে চাইলে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে উক্ত ব্যক্তির কমপক্ষে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বাস্তবতা হচ্ছে, প্রফেসর হাদীর সে অভিজ্ঞতা নেই। জনকণ্ঠের প্রতিবেদনের সেটাই ছিল মূল বক্তব্য। অনিয়মটা পিএসসি'র। অথচ প্রকাশিত প্রতিবেদনের ব্যাপারে পিএসসি কোন প্রতিবাদ করেনি।

প্রফেসর হাদী বলেছেন— 'বর্তমানে ইউরোলজি বিভাগে অধ্যাপক পদে কর্মরত কেউই পূর্বে সহযোগী অধ্যাপক ইউরোলজি হিসাবে পূর্ণ সময়কাল কাজ করেননি। তাঁর এ তথ্য ঠিক নয়। বর্তমানে প্রফেসর এমএ ওয়াহাব দেশের একমাত্র ইউরোলজির নিয়মিত অধ্যাপক। তিনি পিজিতে কর্মরত। এ পদে নিয়মিত নিয়োগ পাওয়ার আগে প্রয়োজনীয় পাঁচ বছরেরও বেশি সময় তিনি সহযোগী অধ্যাপক ইউরোলজি হিসাবে কাজ করেছেন।

প্রফেসর হাদী তাঁর প্রতিবাদলিপিতে নিজেকে 'মূলত ইউরোলজির অধ্যাপক' এবং তাঁকে নিয়মিত করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন। এ দুটো তথ্যই অসত্য। নিয়মিত করার ব্যাপারে পিএসসি তাঁকে অবৈধভাবে সুপারিশ করেছে মাত্র। নিয়মিত করবে মন্ত্রণালয়। কিন্তু মন্ত্রণালয় এখনও সে ধরনের কোন আদেশ দেয়নি। কাজেই নিজেকে ইউরোলজির অধ্যাপক হিসাবে তাঁর দাবি নিতান্তই অমূলক।